যায়যায়দিন

তারিখ 7 JUL 2012
পৃষ্ঠা

নতুন বছরে নতুন কারিকুলামে মাধ্যমিকের বই অনিশ্চিত

এম মামুন হোসেন

আগামী শিক্ষাবর্ষ ২০১৩ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের নতুন পাঠ্যক্রমের বই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চিয়তা দেখা দিয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যক্রমে রচিত ২৯টি বইয়ে ভুল-ভ্রান্তি পাওয়া গেছে। আর নবম ও দশম শ্রেণীর বইয়ের পাঠ্যক্রমের খসড়া এখনো অনুমোদন দেয়া হয়নি। এ অবস্থায় সরকারের শেষ বছরে বিনামূল্যের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো তুলে দেয়া নিয়ে বিপাকে পড়তে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

জানা গেছে, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নতুন পাঠ্যবইগুলোর মধ্যে সবকয়টি লেখার কাজ এখনো শেষ হয়নি। মাত্র তিনটি বই বাংলা, ইংরেজি ও বিশ্ব পরিচিতি ছাড়া অবশিষ্ট ৪৮টি বই এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এ ছাড়া নবম-দশম শ্রেণীর কারিকুলাম চূড়ান্ত না হওয়ায় বই রচনা শুরু করা হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্রে জানা গেছে, আগামী শিক্ষা বছরে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া বাংলাদেশ বিষয়াবলী, বিশ্ব পরিচয়, নৈতিক শিক্ষা বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনিতে প্রতি বছর পুরনো পাণ্ডুলিপিতে

বই : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বই : মাধ্যমিকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের সময়মতো বই হাতে তুলে দেয়া যায় না। সেখানে বছরের অর্ধেক চলে গেছে। এখন নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য সহজ হবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া আরো আছে দেশীয় মুদ্রণকারীদের সঙ্গে এনসিটিবির দরপত্র নিয়ে বিতর্ক।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাতীয় কারিকুলাম কমিটির বৈঠকে মাধ্যমিকের কারিকুলাম প্রণয়ন কমিটি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ২৯টি পাঠ্যবইয়ের রচনা শেষ করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করে। একই সঙ্গে বৈঠকে নবম ও দশম শ্রেণীর ২৭টি নতুন কারিকুলামের খসড়াও উপস্থাপন করে। জাতীয় কারিকুলাম কমিটির সভাপতি শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ২৯টি বইয়ের এবং কারিকুলামের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, প্রায় পৌনে ২ ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকে উপস্থাপিত বইগুলোর মধ্যে নানা ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত করা হয়। ভুলে ভরা বইয়ের খসড়া কারিকুলাম ফেরত পাঠানো হয়। বৈঠকে শিক্ষা সচিব কারিকুলাম কমিটির বিশেষজ্ঞদের নিয়েই ৫টি উপ-কমিটির মাধ্যমে রচিত বইয়ের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। ওই কমিটিকে সাত দিনের সময় দেয়া হয়। নতুন কারিকুলামের বইয়ের খসড়া অনুমোদন পিছিয়ে যাওয়ার কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ের ছাপার কাজও পিছিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সময়মতো বিনামূল্যের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যাপারে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের কেউই মুখ খুলতে নারাজ।